ইত্তেফাক

তারিখ 01 MAR 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

01

চিন্তাশীল কম্পিউটার

ভবিষ্যতে কম্পিউটার শুধু চিন্তাই করিবে না, চিন্তার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। আর এইজন্য এই কম্পিউটারসমূহে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হইবে যাহাতে ওই-গুলি অবরোহী যুক্তিতত্ত্ব ব্যবহার করার সাথে সাথে অর্থহীন তথ্য পরিবর্জনের ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। পল জনসন নামক জনৈক গবেষক অধ্যাপক আরও জানাইয়াছেন, ইতিমধ্যে চিন্তা-শীল কম্পিউটার সৃষ্টি এবং তাহাদের কাজে লাগাইবার ব্যাপারে বিজ্ঞান অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। ক্যালি-ফোর্নিয়ায় একটি মেডিক্যাল কেন্দ্রের চিকিৎসকবৃন্দ কম্পিউ-টারে এমনভাবে প্রোগ্রাম দিয়া-ছেন, ফুসফুসে রোগ নিরূপণে উক্ত কম্পিউটারের চিন্তা-সঞ্জাত ফলাফল চিকিৎসকদের নির্ণীত ফলাফলের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, "কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন" একটি কম্পিউটার অধুনা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের একটি ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন ধরনের কম্পিউ-টারের নকশা প্রণয়নে সহায়তা করিতেছে। অধ্যাপ কজনসনের অভিমত যেহেতু কম্পিউটারের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী, সেহেতু 'ভুলো-মানুষের' তুলনায় কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে অনেক বেশী দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হইবে।

ইতিপূর্বে কম্পিউটারচালিত রোবট কর্মী মানুষের স্থান দখল করিতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা একই সঙ্গে আশা এবং আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আশা এই কারণে যে, ইহার ফলে বহু দুরূহ কর্মে রোবট মানুষের সঙ্গী হইবে আর আশংকার কারণ ছিল, এই ধরনের কর্মী রোবটের বহুল ব্যবহার মানুষকে অসহায় বেকারত্বে ঠেলিয়া দিবে। কিন্তু সেই আশংকার মধ্যেও ভরসা এইটুকু ছিল যে, মানুষের বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তার স্থান রোবট কোনকালেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাহার ভূমিকা হইবে প্রধানতঃ যান্ত্রিক কিন্তু চিন্তাশীল কম্পিউটারের এই আবিষ্কার সেই ভরসার ভিতকে গুঁড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যন্ত্র চিন্তা-ক্ষমতার অধিকারী, উহাকে নিছক 'যান্ত্রিক' বলিয়া হেলা-ফেলা করিবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

সবাই জানেন, মানুষের জটিলতম মস্তিষ্কের অনুকরণ ও অনুসরণেই পরিগঠিত হইয়াছে কম্পিউটারের গঠন ও কার্য-প্রণালী। কিন্তু বিজ্ঞানীবৃন্দ সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করি-য়াছেন, মস্তিষ্কের যেসব সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম 'সেল' রহি-য়াছে উহার শতকরা একভাগও কোন মানুষ সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে না, কিংবা করিতে পারে না। যদি কোনদিন কোন মস্তিষ্কের শতকরা একশতটি 'সেলই' সক্রিয় হইয়া উঠে, তবে সেই মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ-টির মেধা ও প্রতিভাসহ বুদ্ধিবৃত্তি অবকাশের কোন দূরতম স্থানকে স্পর্শ করিবার স্পর্ধা লাভ করিবে, ভাবিতেও শিহরিত হইতে হয়। আইনস্টাইনসহ আধুনিক যুগের বহু বিজ্ঞানী এই পর্যায়েই বলি-য়াছেন, সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য যতই উদ্ঘাটন করা হই-তেছে, ততই উহা এতবেশী দুরূহ এবং জটিলতর হইয়া পড়িতেছে যে, তাহা মানুষকে পরম স্রষ্টার বিশ্বাসবান হওয়ার সমূহ ক্ষেত্র ও অবকাশ সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। কে জানে, ভবিষ্যতে হয়ত চিন্তাশীল কম্পিউটার মানুষকে তাহার বিস্ময়কর বিজ্ঞান রাজ্যের এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করিবে—যখন মানুষের পক্ষে নাস্তিক হওয়াটাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বিশ্বাসী বিশ্ব সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষাই করিতেছে।